বুধবার, ১৭ মাঘ, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৩৫

একটি বাস দুর্ঘটনা ও কিছু প্রশ্ন

মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে সোমবারের বাস দুর্ঘটনা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিণাম কী হতে পারে! বাসের চালকের একেবারে পিছনে বসেছিলেন এক যাত্রী। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, চালকের বাঁ-হাতে ছিল স্টিয়ারিং, ডান হাতে ধরা ছিল মোবাইল। বার বার তাঁকে সতর্ক করেও পথে আনতে পারেননি ওই যাত্রী। শেষ পর্যন্ত পরিণাম হয়েছে দুর্ঘটনা। মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য যাত্রীর। এমনকি বাস চালক সেন্টু শেখও প্রাণ হারিয়েছেন। বার বার বিভিন্ন দুর্ঘটনার পরই চালকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা উঠে আসে। অথচ কোনওভাবেই তাদের সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। চালকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য আরও কত যাত্রীকে ভবিষ্যতে প্রাণ দিতে হবে কে জানে? বাসটির সরকারি তকমা থাকলেও সেটি নাকি সরকারের কোনও দফতর চালাত না। লিজ দেওয়া হয়েছিল বেসরকারিভাবে। এসব তথ্যই এখন বেরিয়ে আসছে। বিধানসভাতেও মঙ্গলবার বিরোধীরা এ নিয়ে ব্যাপক হইচই করেছেন। তাদের অভিযোগ, ঝরঝরে ভাঙাচোরা বাসগুলি পরীক্ষা না করেই রাস্তায় নামানো হচ্ছে। এর জন্যই এসব দুর্ঘটনা হচ্ছে। তারা এজন্য সরকারকেও দায়ী করেছেন। তবে দুর্ঘটনার মধ্যেই দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক মুখ। আরও একবার প্রমাণিত হল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ঘটনাস্থলে হাজির থাকলে কাজ কত দ্রুত হতে পারে। কার্যত সকাল ৭টায় দুর্ঘটনা ঘটলেও দুপুর ১.৩০টা-২.০০ পর্যন্ত কাজ কিছুই এগোয়নি। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে কার্যত নিজেই সমস্ত ব্যবস্থাটি পরিচালনা করেন। কাজও শুরু হয় দ্রুতগতিতে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই দ্রুত মৃতদেহগুলির ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া ও ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা হয়। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। মৃত ও নিখোঁজদের পরিবারবর্গকে তিনি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক মুখটি। কার্যত তিনি প্রমাণ করেছেন, ঘটনাস্থলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং হাজির থাকলে কাজ কত দ্রুত হতে পারে। কিন্তু সর্বত্র মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এভাবে উপস্থিত হওয়া হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশাসন কি ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকা নেবে?

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

যখন ল্যাজারাস্ পরলোকে গিয়ে এব্রাহাম-কে বল্লে যে, আমি আত্মীয়বন্ধুদের বলে আসি যে, সত্যই পরলোক আর নরক আছে। এব্রহাম বল্লেন, তুমি গিয়ে বল্লে কি তারা বিশ্বাস করবে? তারা বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলেছে।

''ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সমস্ত হয়,—জ্ঞান, বিজ্ঞান। দর্শন, আলাপ, —সব।''

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অন্নচিন্তা হইয়াছে। তিনি মাষ্টারের কাছে আসিয়া বলিতেছেন, 'বিদ্যাসাগরের নূতন ইস্কুল হবে, শুনলাম। আমারও তো খ্যাটের যোগাড় করতে হবে।

দিনপঞ্জিকা

১৭ মাঘ, ভাঃ ৯মাঘ, **৩১ জানুয়ারী**, ১৭ মাঘ, সংবৎ ১৫ মাঘ সুদি, ১৩ জমাঃ আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৯। **বুধবার, পূর্ণিমা** রাত্রি ঘ ৭।৩৯ মিঃ। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৩০ মিঃ। প্রীতিযোগ দিবা ঘ ৬।৫৮ পরে আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ঘ ৩।৫৮ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৮।৪৬ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৩৯ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ঘ ৬।৩০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**— দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ৯।৭ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ১।১৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৩।৭ গতে ৪।৪৫ মধ্যে। **যাত্রা**— **নাই শুভকর্ম্ম**— দীক্ষা, দিবা ঘ ৭।৩৪ গতে সাধভক্ষণ নামকরণ **নিষ্ক্রমণ** দেবতাগঠন পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন নবান্ন কারম্ভানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কর্মপিউটারনির্ম্মাণ ও চালান। **বিবিধ**— পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **পূর্ণিমার ব্রতোপবাস।** সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। **প্রদোষে** সন্ধ্যা ঘ ৫।১৯ গতে রাত্রি ঘ ৬।৫৫ মধ্যে **শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত**। রাত্রি ঘ ৭।৩৯ মধ্যে **মাঘী পূর্ণিমা। কলিযুগাদ্যা স্নানদানাদি ও অনধ্যায়।** ইহাতে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। **পার্ব্বণশ্রাদ্ধ। গোস্বামিমতে পৌর্ণমাস্যারম্ভস্তুকল্পে মাঘকৃত্য সমাপন।** কোন কোন দেশবাসীগণের আচার পরম্পরাক্রমে **প্রদোষে চন্দ্রার্ঘ্যদান। গুরু রবিদাসের জন্মতিথি ও পূজা। বর্দ্ধমান** জেলার **আউশগ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় বৈষ্ণবজাত্রা (মেলাতলায়) ১২৭তম গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভুর আর্বিভাব তিথি উপলক্ষ্যে আটদিন ব্যাপী চিড়া ও অন্নমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।** ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা **শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব তিথি। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ (ভারতবর্ষে দৃশ্য)। রাত্রি ঘ ৭।৩৯ গতে গৌণচান্দ্র ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষ হিন্দি ফাল্গুন বদি আরম্ভ। ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মদিবস। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৩।২৬ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে

মুসলিম পঞ্জিকা

১৭ মাঘ, ভাঃ ৯ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী, ১৭ মাঘ, ১৩ জমাঃ আউঃ। উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।১৯। বুধবার, পূর্ণিমা রাঃ ঘঃ ৭।৩৯। **চন্দ্রগ্রহণ** মাঘী পূর্ণিমা রাতে পীর জয়নুদ্দিন চিস্তির উরস মেলাঘাট, ধুবড়ি। ১৭ মাঘ ওরস হজরত শাহ সুফি মোহাম্মদ সহিজুদ্দিন নকশেবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদীয়া কালিমার চাপর, ধুবড়ি, আসাম।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

আজাদ হিন্দ বাহিনী

ড. অশনিকা ঘোষ
শেষ পর্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে মুক্তিসংগ্রামের আপোষহীন নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। স্বদেশের শৃঙ্খলামোচনের স্বপ্নে কীভাবে দেশ দেশান্তরে গিয়ে বিদেশের মাটিতে গড়ে তোলেন এক স্বাধীন সরকার ও মুক্তিফৌজ, সে ইতিহাস কারোরই অজানা নয়। যতদিন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক লড়াকু নেতা ছিলেন ততদিন নানা উপলক্ষ্যে বারবার পত্রপত্রিকায় কটাক্ষ ও রঙ্গব্যঙ্গের আর ব্যঙ্গচিত্রীদের কার্টুনের বিষয়বস্তু হয়েছেন। ১৯৪১ সাল থেকে তাঁর কর্মকাণ্ডের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে বিচরণের কেন্দ্রস্থলও আবর্তিত হতে থাকে। যিনি আগে ছিলেন প্রধানত ভারতের পত্রপত্রিকার কার্টুনিস্টদের নিশানায়, অচিরেই হয়ে পড়লেন বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রচারের, বিশেষ ক'রে কার্টুন ও পোস্টারের এক বহুচর্চিত বিষয়বস্তু।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপুল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠনের শোচনীয় পরিণতি। নেতাজীর একান্ত সহযোগীরা ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং যৌথভাবে ধনভাণ্ডার লুণ্ঠনের কুকর্মও সম্পন্ন করতেন বলেও অভিযোগ উঠত। মনে রাখা প্রয়োজন, বাহিনীটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানের হাতে পরাজিত ও ধৃত ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের নিয়ে গঠিত হয়। তাই ফৌজের সামরিক বিপর্যয় ঘটলে অনেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার কাজে লিপ্ত হন। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অনেক অফিসার যেমন—চন্দ্রমল, গোলাম আহমদ, তারু খান ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে চলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের সচিব আনন্দমোহন সহায়ও ছিলেন একজন ছদ্মবেশী ব্রিটিশ গুপ্তচর। সহায় নিজ দপ্তরে চন্দ্রমল প্রমুখ গুপ্তচরদের অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধুমাত্র সহায় নন, আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার সচিব এস. এ. আয়ার এবং এস. শিবরামও গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় আয়ারের কর্মদক্ষতায় নেতাজী মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বভার দেন। তিনি শুধুমাত্র আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার সচিব ছিলেন না, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের অর্থসচিব, ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব আজাদ হিন্দের চেয়ারম্যান ইত্যাদি আরও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন।

ভারত সরকার ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন রশিদ প্রমুখ আজাদ হিন্দ ফৌজের বেশ কয়েকজন সেনানায়ককে কঠোর দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। তাইহোকু বিমানকাণ্ডের পর নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গেই শেষ হয় আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্বাধীনতার যুদ্ধ। কিন্তু আই.এন.এ.-র প্রভাব সেখানেই শেষ হয়নি। সেই প্রভাবের স্বরূপ যাচাই করা যায় লালকেল্লায় শুরু হওয়া আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দিদের বিচার পর্বে। সমগ্র দেশ জুড়ে বন্দিদের মুক্তির দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন দেশবাসী। সমস্ত রাজনৈতিক পক্ষ দেশের জনমত অনুধাবন ক'রে বিচারবিভাগ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পর প্রায় ঘুমিয়ে পড়া জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে আসে বন্দিমুক্তির দাবিতে। সেদিনের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিমুক্তির দাবিতে স্বপক্ষে না দাঁড়ালে জনগণের কাছে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাবে। তাই জওহরলাল নেহেরু, ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ ছ'জন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠন করা হয় আই.এন.এ. ডিফেন্স কমিটি। বিচার পর্বে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয়, কারণ যে দুটি দিক এদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যকে ধরে রাখতে সাহায্য ক'রে এসেছে সেই জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের উপর নেতাজী ও আই.এন.এ.-র প্রভাব দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শাসকদের একটাই পথ ছিল, সুভাষচন্দ্রের পুনরাবির্ভাবের পূর্বেই সাম্প্রদায়িক ভাগ ক'রে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও নেতাজীর প্রভাব মুছে দেওয়া। বাস্তবে সেটাই ঘটে। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি দেশের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই বাড়িয়ে নেয়। যার ফল পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালের ৪ জানুয়ারি লালকেল্লা থেকে আই.এন.এ.-র জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল সেইগল এবং ধীলন-এর ঐতিহাসিক মুক্তির পর নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়জয়কার। কংগ্রেসের রাজনৈতিক অগ্রগতি ব্রিটিশরাজের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায় এবং দুর্ভাবনা ঘোচে।

সুভাষচন্দ্র ও আই.এন.এ.-র প্রভাব নিয়ে আতঙ্কগ্রস্থ ছিল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি। আতঙ্ক অমূলক নয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সাল – সেই সত্য প্রমাণিত হয়, শুরু হয় নৌবিদ্রোহ। সূত্রপাত মুম্বাইতে, তারপর করাচি, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম প্রভৃতি বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। নৌবিদ্রোহীদের দাবির মধ্যে একটি প্রধান দাবি ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিদের দ্রুত মুক্তি-কুটকৌশলে নৌবিদ্রোহ দমন করলেও প্রশাসনের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ভারতীয় সৈন্য দিয়ে আর আগের মতো এদেশে শাসন ক্ষমে রাখা যাবে না। কারণ সৈন্যদের মধ্যে আই.এন.এ. ও নেতাজীর প্রভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জেগে উঠেছে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সুভাষ বসু একবার ফিরে এলে সারা দেশে গণবিপ্লব ঘটে যাবে। ব্রিটিশ পরামর্শে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে রাজনীতির সমস্ত স্তর থেকেই মুছে ফেলতে শুরু করে সুভাষচন্দ্র ও আই.এন.ও.-র প্রভাব। নেতাজি তাঁর দেশপ্রেমের দুর্দ্দম ভাবাদর্শ নিয়ে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন, সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীও। নৌবিদ্রোহের অকথিত কাহিনী, বিশ্বাসঘাতকতার নির্লজ্জ ইতিহাস সব চাপা পড়ে গেল বিদেশি সরকার ও তার দেশি সহযোগিদের সুনিপুণ কৌশলে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবার পর কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে আই.এন.এ-র প্রাক্তন সদস্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। যদিও বিশিষ্ট সদস্যদের একটি বিরাট অংশ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাধারণ জীবনেই অতিবাহিত করেন। স্বাধীন দেশে বাহিনীর সদস্যরা কী পুরস্কার পেয়েছিলেন? স্বাধীন ভারতবর্ষের রূপকার নেহেরু কী চেয়েছিলেন? "He [Nehru] wanted them to be kept out of politics and made no hints of any possibility of their being reinstated in the Indian army before on after the transfer of power." (The Indian National Army ; K. K. Ghosh). জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আজাদী সৈনিকদের নিজের নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষ-আবাদ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, ".....India's first Home-Minister ; explained to me in 1950 that he had been very careful indeed not to reinstate any of the officers who had gone over to Subhas Bose's I.N.A. He saw to it that they did not three in politics" (Reporting India.....Taya-Zinkin) জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীর সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অমিত বিক্রম অতুলনীয়। আজাদ হিন্দ সরকার ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসকদের উৎখাত করতে ব্যর্থ হলেও অধিবাসীদের মনে তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী অসন্তোষ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরই দেশের নানা জায়গায় শ্রমিক অসন্তোষ, হরতাল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। এইসব বিক্ষোভ, হরতাল ও বিদ্রোহের ফলে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রাক্তন ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা অফিসার হিউ টয় (Hugh Toye) মন্তব্য করেছেন, ''এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘনিয়ে তোলে যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্যবিড়ম্বনার ভেতর দিয়ে নয়, বজ্র নির্ঘোষের ভেতর দিয়ে নয়।''

অতি ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি সংস্থার বাজারের খোঁজে

শিশির সিনহা
পর্ব ১

একটি পণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ হল তা গ্রাহক বা ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। পণ্যটিকে বাজারে সঠিকভাবে নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এই বাজারে পণ্য নিয়ে আসার কাজটি কি খুব সহজ?

উত্তর হল, না। বাজার পাওয়ার জন্য যে কোনও বড়ো বাণিজিক সংস্থা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কথা হল, বড়ো বড়ো সংস্থাগুলি এবাবদ প্রচুর টাকা ঢালতে পারে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সংস্থাগুলি? বাজারে টিকে থাকতে গেলে তাদের শুধুমাত্র দেশেরই নয়, বিদেশি কোম্পানিগুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, যা খুবই কঠিন একটা কাজ। এর সুরাহা কী? সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আগে কয়েকটি প্রশ্ন ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

প্রশ্ন : নিবন্ধীকৃত (Registered) অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থার মোট সংখ্যা কত?

উত্তর : মোট সংখ্যা ৩৬,৯১, ৮৭০। এর মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে নিবন্ধীকৃত সংস্থার সংখ্যা ১৫ লক্ষ, ৬৩ হাজার ৯৭৪। 'Enterpreneur Memorandum'-এর আওতায় ২১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯০২-টি এবং 'উদ্যোগ আধার মেমোরান্ডাম'-এর আওতায় ২৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৯৪-টি সংস্থা নিবন্ধিকৃত।

প্রশ্ন : দেশের উৎপাদনক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির অবদান কতটা?

উত্তর : কেন্দ্রীয় রাশিবিজ্ঞান দপ্তর (Central Statistics Office, CSO)-র তথ্য অনুযায়ী সমকালীন দামে মোট মূল্যযুক্ত পণ্য ও পরিষেবার নিরিখে (GVA বা Gross Value Added) ২০১৩-'১৪-এ ৩২.২৬ শতাংশ, ২০১৪-'১৫-এ ৩১.৮৬ শতাংশ এবং ২০১৫-'১৬-এ ৩১.৬০ শতাংশ অবদান ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রের। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ২৯.৭৬, ২৯.৩৯ এবং ২৮.৭৭ শতাংশ।

প্রশ্ন : কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME)-এর ভূমিকা কী?

উত্তর : MSME সংক্রান্ত চতুর্থ সর্বভারতীয় গণনা (এক্ষেত্রে ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছে ২০০৬-'০৭, তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২০০৯ সাল পর্যন্ত, প্রকাশ করা হয়েছে ২০১১-'১২-এ) এবং কেন্দ্রীয় রাশিবিজ্ঞান সংস্থা (CSO) -র ২০০৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, MSME ক্ষেত্রে কর্মরতের সংখ্যা ৮ কোটি ৫ লক্ষ। তবে Confederation of Indian Industries বা CII-এর হিসেব অনুযায়ী, এই সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি।

প্রশ্ন : রপ্তানি ক্ষেত্রে MSME-র অংশভাগ কতটা?

উত্তর : প্রায় ৪৫ শতাংশ।

এইসব তথ্যাবলী থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ভারতের অর্থনীতিতে MSME-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মতো ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলিকেও দেশের ভেতরের এবং বাইরের বাজার ধরতে হয়। কিন্তু, যেহেতু তাদের অর্থবল কম, বাজার ধরার ক্ষেত্রে তাদের দরকার সরকারের তরফে সব ধরনের সহযোগিতা। এই লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্পও চালু রয়েছে।

বিপণন সহায়তা প্রকল্প

দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রদর্শনী, বাণিজ্য মেলা, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন, প্রচারাভিযান, আলোচনা সভায় প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে অংশ নিতে পারে তা নিশ্চিত করাই MSME-এর লক্ষ্য। এই প্রকল্পের দায়িত্ব রয়েছে MSME মন্ত্রকের অধীন জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম বা National Small Industries Corporation (NSIC)। এসময়ের যেটা সবচেয়ে বেশি করে দরকার তা হল গোটা MSME ক্ষেত্র, বিশেষত গ্রামীণ অতি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি যাতে তাদের সামনে আসা সমস্যা বা চ্যালেঞ্জগুলিকে সম্ভাবনায় পরিণত করতে পারে, তা নিশ্চিত করা। প্রকল্পের মূল্য লক্ষ্যগুলি হল :

- প্রতিযোগিতার বাজারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলি যাতে আরও ভালোভাবে লড়তে পারে তা দেখা।
- তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা সম্পর্কে যাতে সকলে অবহিত হতে পারেন তা নিশ্চিত করা।
- সমকালীন বাজার সম্পর্কে MSME প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেওয়া।
- প্রয়োজনে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে যৌথভাবে বাজার ধরার চেষ্টা করা।
- বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ছোটো প্রতিষ্ঠানগুলির আদান-প্রদানের মঞ্চ তৈরি করা।
- সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো।
- নিজেদের পণ্য বাজারজাত করার জন্য অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা বাড়ানো।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

১০০ বছর না ৮৫ বছর?

৮৫ বছরের প্রাচীন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে তার শতবর্ষ। ২০১৮'র জানুয়ারিতে হবে শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। ৮৫ বছরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হচ্ছে শতবর্ষ পূর্তি—এরকম আগে কখনো ঘটেছে কি? ঘটতে চলেছে হুগলি জেলার হরিপাল থানার 'কিংকরবাটি কৃষি বিদ্যালয়'-এ। ২০১৬ সেপ্টেম্বরে এরকম অদ্ভুত খবর জানার পর বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মহাশয়, পরিচালন সমিতির সভাপতি মহাশয়কে পত্র দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, কোন কোন প্রামানিক নথিপত্রের ভিত্তিতে শতবর্ষ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে? জানতে চেয়েছিলাম প্রতিষ্ঠাতার সন্তান হিসাবে। আমি প্রবীণ মানুষদের কাছে গিয়ে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছি। যাংরা ঐ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, পরবর্ত্তী কালে যাঁরা কেউ ছিলেন শিক্ষক, পরিচালন সমিতির সদস্য বা ছিলেন সম্পাদক। কেউ বলেছেন, প্রতিষ্ঠা বর্ষ ১৯৩২ সাল, বাংলা সাল উল্লেখ করেছেন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। বিদ্যালয়ের জমি দান করেছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার বাবুরা—শ্রদ্ধেয় সর্বশ্রী বামন দাস মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, রামদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়। জমি রেজিষ্ট্রি হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা লাভের পর। কোনকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টির অনুমোদন দিয়েছিল সম্ভবত ১৯৪৭-৪৮ সালে। তাহলে ১০০ বছরের অঙ্ক মিলছে না। পরিচালন সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে পত্র দিয়ে উত্তর না পেয়ে সম্মানীয় রাজ্যপাল, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়ক, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান স্থানীয় থানা এবং এ.ডি.আই শিক্ষা চন্দননগরকে পত্র দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের কোনও দপ্তর থেকেই উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এই নীরবতা কি স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শক বা অপমান করা নয়? যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করেছিলেন, যিনি সমাজের উন্নতি চেয়েছিলেন, যিনি গ্রামীণ অর্থনীতিকেসুদৃঢ় করতে প্রত্যন্ত গ্রামে ৮৫ বছর আগে কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অপমান কি তাঁর প্রাপ্য? অথচ বিদ্যালয়ে প্রস্তর ফলকে 'যতীন্দ্রনাথ বাগ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা আছে। যাঁর জন্ম ১৯০০ সালে। রাজ্যের সকল দপ্তর বা বিভাগ বিষয়টি অবজ্ঞা, উপেক্ষা করায় রাজ্যের শিক্ষানুরাগী, বিবেকবান বিদ্বজ্জনদের কাছে আমার সকাতর আবেদন, এই অনৈতিক কর্মকান্ড হচ্ছে কার বা কাদের স্বার্থরক্ষা, স্বার্থপুরণের উদ্দেশ্যে, তা জানতে চেয়ে সোচ্চার হবেন এবং তাই অনৈতিহাসিক প্রচেষ্টা বন্ধ করতে এগিয়ে আসবেন, এই প্রার্থনা

ধীরেশ বাগ
চোয়ালপাড়া, বন্দিপুর, হুগলী

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়। .....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

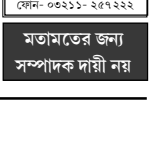

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়